বাংলাদেশ !

হাসান মাহমুদ

পূবের দিকে মিষ্টি মধুর এক মায়াময় দেশ ছিল, চাষী, কামার-কুমোর জেলে-তাঁতি সেথায় বেশ ছিল।
বারো মাসের তেরো পাবণ, টাক ডুমাডুম ঢাক ছিল, লক্ষ বনলতা সেনের চোখে নীড়ের ডাক ছিল।
কদম-কেয়া, শাপলা-শালুক, দোয়েল-কোয়েল শিস্ ছিল, অলক্ষ্যে সেই ওৎ পাতা এক কালনাগিনীর বিষ ছিল।

পাক নামে এক অদ্ভুতুড়ে দেশ বানাবার হাঁক ছিল, পাকের ভেতর নাপাক কিছু শুভংকরের ফাঁক ছিল।
পশ্চিমেতে সুখের প্রাসাদ, পুর্বের ফুটপাত ছিল, অপমানের অসম্মানের জঘন্য উৎপাত ছিল।
ওদের উদর ভরল যত, এদের ততই কম ছিল, প্রতিবাদের মিছিল হলেই অস্ত্র হাতে যম ছিল।

তারপর.........

একাত্তরের বিস্ফোরণে দোয়েল-কোয়েল পুড়ছিল, আকাশ জুড়ে হাজার হিংস্র কালশকুনী উড়ছিল।
চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ ফুলের কলি ঝরছিল, ইসলামের পবিত্র নামে লক্ষ মানুষ মরছিল।
লক্ষ লক্ষ ধর্ষিতা মা, ধর্ষিতা বোন কাঁদছিল, চতুর্দিকে শুধুই রক্ত, লাশ ও আর্তনাদ ছিল।

যে দেখেনি বুঝবে না সে, এমন কেয়ামত ছিল, কেয়ামতেই দেশের স্বাধীনতার নেয়ামত ছিল।

কপট মুসলমানের প্রতি জাতির অভিশাপ ছিল, সেই সাথে এক বজ্রকণ্ঠে আকাশ-বাতাস কাঁপছিল।
বিশাল বিপুল তূর্য্য হাতে বিশাল বিপুল শেখ ছিল, বিস্ময়ে সব বিশ্ববাসী মুগ্ধ চোখে দেখছিল।
জাতির মাথায় হীরের মুকুট তাজউদ্দিন তাজ ছিল, তাজের হাতেই স্বাধীনতার প্রলয় শংখ বাজছিল।
জন্ম-সুখের উৎসবে তাজ মৃত্যু-ঝুঁকি নিচ্ছিল, ষোলই ডিসেম্বর সুদুরে মিষ্টি উঁকি দিচ্ছিল।

তাজ-মুজিবের সেই সে জাতি, সেই উল্লাস, সেই বিজয়,
সে জাতকে আজ দেখলে বুকে বুকভাঙ্গা খুব কষ্ট হয়।

২৬শে মার্চ ৩৫ মুক্তিসন (২০০৫)